গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার মত দেওয়ায় অধ্যাপককে মারধর, সিসিটিভি ফুটেজ গায়েব

জবি সংবাদদাতা

প্রকাশিত: ১০:২৯, ৭ এপ্রিল ২০২৩; আপডেট: ১০:৩১, ৭ এপ্রিল ২০২৩

1

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুল কাদের

সমন্বিত গুচ্ছ পরীক্ষায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণের পক্ষে মত দেয়ায় মারধরের শিকার হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক। এ ঘটনায় উপাচার্যের সভাকক্ষে থাকা সিসি টিভি ফুটেজ গায়েব করে ফেলা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৬ এপ্রিল) উপাচার্যের কনফারেন্স রুমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৫ তম বিশেষ একাডেমিক কাউন্সিল সভায় ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল কাদেরকে মারধরের এ ঘটনা ঘটে।

একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় গুচ্ছে থাকা না থাকা উভয় মতের শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। গুচ্ছে না থাকতে চাওয়া শিক্ষকরা সমন্বিত গুচ্ছ ভর্তি প্রক্রিয়ার বাইরে গিয়ে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ভর্তি পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটিসহ ইউনিট কমিটি গঠন করতে উপাচার্যকে চাপ প্রয়োগ করার সময় ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুল কাদের গুচ্ছে না থাকার কারণ জানতে চান এবং বলেন, গুচ্ছে আসার সময় আমরা সর্বসম্মতিক্রমে একাডেমিক কাউন্সিল, সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত, ইউজিসি ও মন্ত্রনালয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে গুচ্ছে আসছি। এখন গুচ্ছ থেকে বের হতে হলেও সেসব প্রসিডিউরে যেতে হবে। তখন তাকে গুচ্ছে থাকতে না চাওয়া শিক্ষকরা কথা বলতে বাধা দিয়ে থামিয়ে দেন।

তারপর তিনি টেবিলে থাপ্পর দিয়ে বলেন, আমাকে কথা বলতে না দিলে সভা হতে পারে না। এর পরই সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ড. আবুল হোসেন, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. লুৎফর রহমান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল মাসুদসহ অন্যান্য শিক্ষকরা ওই শিক্ষকের গায়ে হাত দেন। পরে ওই শিক্ষক সভা ছেড়ে চলে যান।

এ বিষয়ে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুল কাদের বলেন, বঙ্গবন্ধু আমাদের শিখিয়েছেন যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও, সে একজনও যদি হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেবো। একাডেমিক কাউন্সিল সভায় আমি একটু ভিন্ন মত দিয়েছি, ন্যায্য কথা বলেছি বলেই এত শিক্ষকের মাঝে আমার গায়ে হাত তুলেছে। এ বিষয়ে আমি আইনি প্রক্রিয়ায় যাবো। আইন বলতে তো ফৌজদারি আইনই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনও তো আছে।

সভায় উপস্থিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ড. নূরে আলম আব্দুল্লাহ বলেন, আমি বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে রাজি না। শুধু এটুকু বলবো ভালো কোনো ঘটনা ঘটেনি।

শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. একে এম লুৎফর রহমান বলেন, এখানে মারামারির ঘটনা ঘটেনি। সে খুব উত্তেজিত ছিলো। বসতে বলার পরও বসতে চাচ্ছিলো না। কয়েকজন তার ঘাড়ে চাপ দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। আর বিষয়টা মিটমাট হয়ে গেছে। আমরাও দুঃক্ষ প্রকাশ করেছি, সেও স্যরি বলেছে।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি ও বর্তমান কমিটির সদস্য সমাজকর্ম বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবুল হোসেন বলেন, মারধরের এমন কোন ঘটনা ঘটেনি। কাদের স্যার একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে গেছিলো। একাডেমি কাউন্সিলে সে টেবিল থাপড়িয়ে কথা বলতে পারে না। পরবর্তীতে আমরা কয়েকজন গিয়ে তাকে বসায়ে দিয়েছি।

অভিযুক্ত আরেক শিক্ষক প্রাণীবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল্লাহ মাসুদ বলেন, শিক্ষকদের মাঝে এমন আচারণ তিনি করতে পারেন না। তাকে শুধু বোঝানো হয়েছে কিন্তু মারধর করা হয়নি।

এবিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও ছাত্রকল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক ড. আইনুল ইসলাম বলেন, মারামারির কোনো ঘটনা ঘটেনি। সে উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলো, তখন তাকে হাত ধরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সিসি টিভি ফুটেজ গায়েব হয়ে যাওয়ার বিষয়ে আইটি দপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ড. উজ্জ্বল কুমার আচার্য বলেন, অনেক খোজাখুজি করেও সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া যায়নি। টেকনিক্যাল ত্রুটির কারণে পাওয়া যাচ্ছে না।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইমদাদুল হক বলেন, যাই ঘটেছে তা শিক্ষকদের কাছ থেকে কখনই কাম্য নয় এবং শিক্ষকসুলভ আচরণও না। এই সভায় একজন সদস্য হিসেবে পক্ষে বিপক্ষে সবার কথা বলার অধিকার আছে।

তিনি বলেন, একাডেমিক কাউন্সিল মিটিংয়ে আমাদের সামনে এমন একটা ঘটনা ঘটবে তা কাম্য ছিলো না। শিক্ষকদের এমন ঘটনা দেখার জন্য প্রস্তত ছিলাম না। এর জন্য আমি লজ্জিত, মর্মাহত।